ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, 1947

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা প্রণীত হয়েছিল এবং এটি ভারতকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে, ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করেছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947, 1947 সালের 18 ই জুলাই যুক্তরাজ্যের সংসদ দ্বারা রাজকীয় সম্মতি দেওয়া হয়েছিল। এবং অবশেষে, 1947 সালের 15 ই আগস্ট, ভারত ও পাকিস্তান দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 WBCS পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে ভারতীয় রাজনীতি এবং শাসনের অধীনে বিবেচনা করা হয়, তবে এটি ইতিহাসের একটি অংশও হতে পারে। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 থেকে প্রশ্নগুলি প্রিলিম এবং মেইন উভয় পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়। আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যেসব প্রার্থীরা তাদের অবশ্যই বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রস্তুত নিতে হবে। নীচে উল্লিখিত সরাসরি লিঙ্ক ব্যবহার করে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 WBPSC নোটস PDF ডাউনলোড করুন

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 কি?

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বারা প্রণীত হয়েছিল, যা 1947 সালের 18 জুলাই এটি রাজকীয় সম্মতি পেয়েছিল। রাজকীয় সম্মতির নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

- ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947-এ বলা হয়েছিল যে, 1947 সালের 15ই আগস্ট তারিখটি ভারত সরকার আইন, 1935-এর অধীনে "নিযুক্তির তারিখ" হবে এবং সেখানে দুটি সার্বভৌম আধিপত্য থাকবে, ভারত ও পাকিস্তান।
- উভয় আধিপত্যের গণপরিষদকে যে কোনো সংবিধান প্রণয়ন ও গ্রহণ করার ক্ষমতা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।
- এই আইন ব্রিটিশ সংসদ, এমনকি 1947 সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন দ্বারা প্রণীত যে কোনও আইন বাতিল করার জন্য গণপরিষদকে সমস্ত কর্তৃত্ব দিয়েছিল।
- 1947 সালের 15ই আগস্ট থেকে 1950 সালের 26শে জানুয়ারী পর্যন্ত ভারতীয় সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য একটি খসড়া কমিটি গঠিত হয়েছিল। খসড়া কমিটি তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে সরাসরি কাজ করেছিল।
- বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও আলোচনার পর কমিটি ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরি করে। এই খসড়াটি ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছ থেকে সম্মতি পায়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 এর ইতিহাস

1947 সালের 20ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ক্লিমেন্ট এটলি, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 ঘোষণা করেন। ক্লিমেন্ট এটলির ঘোষণার পরপরই, মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক জাতির জন্য দেশ ভাগের দাবি জানায়।

- এই বিষয়ে, ব্রিটিশ সরকার 1947 সালের 3রা জুন স্পষ্টভাবে বলেছিল যে ভারতের গণপরিষদ প্রণীত যে কোনও সংবিধান দেশের যে অংশগুলি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয় তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।
- ঠিক একই দিনে,1947 সালের 3রা জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন, যিনি ভারতের ভাইসরয় ছিলেন এবং এনি দেশভাগের পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, যা মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা নামে পরিচিত ছিল। এই পরিকল্পনা সৈয়দ আহমদ খানের দ্বিজাতি তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করেছিল।
- কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ একসাথে এই পরিকল্পনায় একমত হয়েছিল, এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর করা হয়েছিল, যার ফলে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 প্রণয়ন করা হয়েছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 এর বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করে এবং 1947 সালের 15ই আগস্ট থেকে ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

- এই আইনটি ভাইসরয় এবং গভর্নর-জেনারেলের কার্যালয়গুলিকে বিলুপ্ত করে, যাদের প্রতিটি ডোমিনিয়নের জন্য ব্রিটিশ রাজা দ্বারা নিযুক্ত করা হত। কারণ এই আইনের পর ব্রিটেনের ভারত সরকার এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা থাকার কথা ছিল না।
- অধিকন্তু, এই আইনটি উভয় রাষ্ট্রকে তাদের নিজ নিজ জাতির জন্য সংবিধান বেছে নেওয়ার এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিরোধিতা করার স্বাধীনতা দেয়।
- এই আইন ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেটের কার্যালয় বিলুপ্ত করে এবং তার কমনওয়েলথ বিষয়ক কার্যাবলি সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়।
- সমস্ত ভারতীয় রাজকীয় রাজ্যগুলিকে ভারতের অধিরাজ্য বা পাকিস্তানের অধিরাজ্যে যোগদান করার বা এমনকি তাদের নিজস্বভাবে স্বাধীন থাকতে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল।
- এবং এছাড়াও, এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজকীয় উপাধি থেকে ভারতের সম্রাটের উপাধি সরিয়ে দেয়।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 এর প্রভাব

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 সারা দেশে এবং উভয় দল, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দ্বারা ব্যাপকভাবে এবং আনন্দের সাথে গৃহীত হয়েছিল।

- লর্ড স্যামুয়েল, যিনি একজন ব্রিটিশ লিবারেল রাজনীতিবিদ ছিলেন, তিনি আরও বলেছিলেন যে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন একটি "যুদ্ধ ছাড়া শান্তি চুক্তি"।

- ব্রিটিশ এবং অনেক মহান ভারতীয় নেতা, যেমন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, এও বলেছিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সাথে সাথে, ব্রিটিশদের সাথে আরও সম্পর্ক নির্ভর করবে সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর।
- এক দিকে, বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং নেতারা খুশি হয়েছিলেন কারণ এই আইনটি স্বাধীন ভারতের সূচনা করেছিল। তারপরও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দ্বিজাতি তত্ত্বের সিদ্ধান্তে খুশি ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন যে 14ই আগস্ট পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য একটি দিন হতে পারে, তবে এটি হিন্দু এবং শিখদের জন্য শোকের দিন।
- কিন্তু নেতাদের এই সমস্ত পছন্দ এবং অপছন্দের ঊর্ধ্বে ছিলেন,এর মূল কারণ ছিল যে, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 , যা ভারতকে প্রজাতন্ত্র, ডোমিনিয়নে পরিণত করেছিল।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 বাতিল

নতুন সংবিধান নেতাদের আইন বাতিলের আইনি ক্ষমতা দেয়নি। তবুও, সংবিধানকে একটি স্বাধীন আইনী ব্যবস্থা করার জন্য আইনের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য এটি করা হয়েছিল।

- ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 বাতিল করার বিষয়ে একটি আকর্ষণীয় তথ্য হল যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই আইনের বাতিল প্রক্রিয়ায় অবদান রাখেনি।
- যাইহোক, আইনটি ভারত ও পাকিস্তান উভয় প্রদেশকেই ক্ষমতা দিয়েছিল নিজেদের বা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বা এমনকি ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের দ্বারা করা যেকোনো আইন বাতিল করার।
- অবশেষে, ভারত এবং পাকিস্তান তাদের নিজস্ব সংবিধান তৈরি করে 1947 সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন বাতিল করে। ভারতীয় সংবিধানের 395 ধারা কার্যকরভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 1947 বাতিল করেছে।
- সবচেয়ে ভালো যেটা ঘটতে পারে সেটা হল, সংবিধান গৃহীত হওয়ার ফলে ভারত আর ডোমিনিয়ন ছিল না। এটি একটি প্রজাতন্ত্রী দেশে পরিণত হয়।